2532 - ইসলামে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার শিষ্টাচারসমূহ

প্রশ্ন

আমি কি সঠিক শুনেছি যে, ইসলাম লজ্জাশীলতার যে নিয়মের দিকে আহ্বান করে তা হচ্ছে পুরুষরা প্রস্রাব করার সময় ঝুঁকবে বা উবু হয়ে বসবে? কিন্তু, আমার প্রশ্ন হচ্ছে পুরুষদের বেডরুমে ইউরিনাল (প্রস্রাবাগার/প্রস্রাবপাত্র) ব্যবহার না করা কি আরও অধিক লজ্জাশীলতা নয়; যদি তাদের মধ্যে একজন মুসলিম হয় এবং তার রুম টয়লেটের একেবারে কাছে হয়? আমি জানি, মুসলিম নারীর জন্য শিষ্টাচার ও লজ্জাশীলতার নিয়ম-নীতি পশ্চিমা নারীর তুলনায় অনেক বেশি এবং খুবই রক্ষণশীল। তাই আমি মুসলিম নারীকে খুব সম্মান করি। আমি মুসলিমদের আক্রমণ করতে চাই না যদিও আমার প্রশ্ন থেকে এমনটি মনে হতে পারে। আমি তাদের শিষ্টাচার ও চালচলন সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখি না। উত্তরের জন্য আপনাকে অগ্রিম ধন্যবাদ। আল্লাহ আপনাকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন এবং আপনাকে স্থায়ী সুস্থতা ও নিরাপত্তা দান করুন।

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

ইসলামে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণের শিষ্টাচারসমূহ:

কিবলামুখী না হওয়া।
লজ্জাস্থানকে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ না করা।
মাটির নিকটবর্তী হয়ে বসে প্রয়োজন সারা।
ডান হাত দিয়ে নাপাকি দূর না করা।
লোকচক্ষুর আড়ালে যাওয়া।
লজ্জাস্থান উন্মুক্ত না করা।
বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব না করা।
প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে ফেলার পর নাপাকি দূর করার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়া।
পবিত্রতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন অনুপাতে তিন বা ততোধিক বেজোড় সংখ্যক বার নাপাকি ধৌত করা বা মুছে ফেলা।
শৌচকার্যে হাড়-গোড় এবং গোবর ব্যবহার না করা।
মানুষের হাঁটাচলার পথ কিংবা বিশ্রামের ছায়ায় প্রস্রাব না করা।
যে ব্যক্তি প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারছে তাকে সালাম না দেওয়া। প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার স্থানে থাকা অবস্থায় সালামের জবাবও না দেওয়া; যাতে আল্লাহর নাম নোংরা স্থানে উচ্চারণ থেকে পবিত্র থাকে।
টয়লেটে প্রবেশ ও বের হওয়ার যিকিরসমূহ পড়ার ব্যাপারে সচেতন থাকা।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

প্রথমইে প্রশ্নকর্তাকে শুকরয়িা জানাই এ জন্য য,ে আপনি মুসলমিদরে আবগে-অনুভূতরি ব্যাপারে সচতেন থকেছেনে এবং তাদরেকে কষ্ট দয়ে এমন কছিুর ব্যাপারে জানতে চয়েছেনে যনে তা পরহিার করতে পারনে। আপনি যা জানতে চয়েছেনে আমরা তার বস্তিারতি উত্তর দতিে চাই এবং এর চয়েওে বশেি জানাতে চাই; যাতে করে এর মাধ্যমে আপনার এমন কছিু জানার সুযোগ হয় যা আপনাকে অধকি কল্যাণরে দকিে নয়িে যায়।

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ দ্বীন

বরকতময় ইসলামী শরীয়তরে অন্যতম মাহাত্ম্য হচ্ছে এটি ছোট-বড় যে কোনো উত্তম বষিয়রে নর্দিশেই প্রদান করছে ও সটেরি প্রতি আহ্বান করে গয়িছে এবং ছোট-বড় যে কোনো অনষ্টি থকেইে সতর্ক করছে এবং তা করতে নষিধে করছে। তাই সকল দকি থকেে ইসলামী শরীয়ত পূর্ণাঙ্গ ও সুন্দর। বষিয়টি অমুসলমিদরেকে বস্মিতি করছে এবং এই দ্বীনরে ব্যাপারে তাদরে মুগ্ধতাও সৃষ্টি করছে। এক মুশরকি সাহাবী সালমান আল-ফারসেী রাদয়িাল্লাহু আনহুকে বলনে: ‘তোমাদরে নবী তোমাদরেকে সকল কছিু শখিয়িছে,ে এমনকি বর্জ্য ত্যাগও?’ তনিি উত্তর দনে: ‘হ্যাঁ, তনিি আমাদরেকে প্রস্রাব কংিবা পায়খানার উদ্দশ্যে কবিলামুখী হতে নষিধে করছেনে ...।’[হাদীসটি তরিমযিী (১৬) বর্ণনা করনে এবং বলনে: হাদীসটি হাসান সহীহ। এটি সহীহ মুসলমি এবং অন্য গ্রন্থে রয়ছে]

ইসলামে প্রাকৃতকি প্রয়োজন সারার শষ্টিাচার

ইসলামী শরীয়তে প্রাকৃতকি প্রয়োজন সারার বশে কছিু শষ্টিাচার ও বধিি-বধিান বর্ণতি হয়ছে। এর মধ্যে রয়ছে:

১- প্রস্রাব ও পায়খানার সময় কবিলামুখী না হওয়া (মুসলমিদরে কবিলা হচ্ছে কাবাঘর, যটেি আল্লাহর আদশেে ইব্রাহীম আলাইহসি সালাম মক্কায় নর্মিাণ করছেনে)। এটি কবিলার প্রতি সম্মান ও আল্লাহর নদির্শনকে মর্যাদা প্রদানরে অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “তোমাদরে কউে যদি প্রাকৃতকি প্রয়োজন সারার জন্য বসে সে যনে কবিলামুখী না হয় কংিবা কবিলাকে তার পছেনরে দকিে না রাখ।ে”[হাদীসটি মুসলমি (৩৮৯) বর্ণনা করনে]

২- প্রস্রাবরে সময় ডান হাত দয়িে সে লজ্জাস্থান স্পর্শ করবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: “তোমাদরে কউে যখন প্রস্রাব করে তখন সে যনে তার ডান হাত দয়িে লজ্জাস্থান স্পর্শ না কর,ে ডান হাত দয়িে শৌচকার্য না করে এবং পাত্রে শ্বাস-প্রশ্বাস না নয়ে।”[হাদীসটি বুখারী (১৫০) বর্ণনা করনে]

৩- ডান হাত দয়িে নাপাকি দূর করবে না। বরং নাপাকি দূর করার জন্য বাম হাত ব্যবহার করবে। এর পক্ষে দলীল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থকেে বর্ণতি পূর্বোক্ত হাদীস এবং অন্য একটি হাদীস: "তোমাদরে কউে যদি মোছার মাধ্যমে শৌচকার্য করে সে যনে ডান হাত দয়িে শৌচকার্য না করে।"[হাদীসটি বুখারী (৫১৯৯) বর্ণনা করনে]

এছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে স্ত্রী হাফসা রাদয়িাল্লাহু আনহা বর্ণনা করনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ডান হাত খাওয়া, পান করা, অযু, কাপড় পরা, কছিু নওেয়া এবং দওেয়ার ক্ষত্রেে ব্যবহার করতনে। আর বাম হাত বাকি অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতনে।[মুসনাদে আহমদ ও 'সহীহুল জামে' (৪৯১২)]

আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "তোমাদরে কউে যনে তার ডান হাতে শৌচ না করে, বরং সে যনে তার বাম হাতে শৌচ করে।"[হাদীসটি ইবনে মাজাহ (৩০৮) বর্ণনা করনে। এটি সহহিুল জামে (৩২২) গ্রন্থে রয়ছেে]

৪- সুন্নাত হচ্ছে ব্যক্তি বসা অবস্থায় তার প্রাকৃতকি প্রয়োজন সারবে। সে ভূমরি নকিটবর্তী হয়ে থাকবে। কনেনা এটি তাকে বশেি আড়ালে রাখবে এবং প্রস্রাবরে ছটিা এসে শরীর-কাপড় অপরষ্কিার করার থকেে তাকে বশেি নরিাপত্তা দবিে। যদি উল্লখেতি বষিয় থকেে সে বঁচেে থাকতে পারে তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় প্রস্রাব করাও জায়যে হবে।

৫- প্রয়োজন সারার সময় সে লোকচক্ষুর আড়ালে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রয়োজন সারার জন্য সবচয়েে বশেি পছন্দ করতনে কোনো উঁচু ভূমরি আড়াল কংিবা খজেুররে বাগান।[হাদীসটি মুসলমি (৫১৭) বর্ণনা করনে]

যদি মানুষ খোলা ময়দানে থাকে এবং নজিরে প্রয়োজন পূরণ করতে চায় কন্তিু নজিকেে ঢকেে রাখার জন্য কোনো কছিু খুঁজে না পায় তাহলে সে যনে আশপোশরে মানুষ থকেে দূরে সরে যায়। মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ বর্ণনা করনে: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সাথে একটি সফরে ছলিাম। এ সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে প্রাকৃতকি প্রয়োজন সারার জরুরত আসলে তনিি অনকে দূরে চলে গলেনে।[হাদীসটি তরিমযিী (২০) বর্ণনা করনে এবং বলনে: হাদীসটি হাসান সহীহ]

আব্দুর রহমান ইবনু আবী কুরাদ বর্ণনা করনে: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সাথে টয়লটেরে উদ্দশ্যে বরে গয়িছেি। তনিি যখন প্রয়োজন সারতে চাইতনে তখন দূরে চলে যতেনে।[হাদীসটি নাসাঈ (১৬) বর্ণনা করনে। এটি সহীহুল জামে' গ্রন্থে (৪৬৫১) রয়ছেে]

৬- যমীনরে নকিটবর্তী না হয়ে লজ্জাস্থান উন্মোচন করবে না। কারণ এভাবে নজিরে লজ্জাস্থানকে বশেি আড়ালে রাখা যায়। এর স্বপক্ষে দলীল হচ্ছে আনাস রাদয়িাল্লাহু আনহুর বর্ণনা, তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজন সারতে উদ্যত হলে যমীনরে কাছাকাছি না যাওয়া পর্যন্ত নজিরে কাপড় তুলতনে না।[হাদীসটি তরিমযিী (১৪) বর্ণনা করনে। এটি সহহিুল জামে' (৪৬৫২) গ্রন্থে বর্ণতি হয়ছেে।] তাই ব্যক্তি টয়লটেে ঢুকে দরজা বন্ধ করা কংিবা লোকচক্ষুর আড়ালে

না যাওয়ার আগে কাপড় তুলবে না।

সুতরাং সম্মানিত প্রশ্নকর্তা ভাই, আপনি এ পয়েন্ট ও এর আগের পয়েন্ট থেকে জানতে পারবেন যে, পশ্চিমা দেশেসমূহে ও অন্যান্য দেশে পাবলিক টয়লেটের ভেতরে উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার যে বিষয়টি দেখতে পান সেটি শিষ্টাচার, লজ্জাশীলতা, ভদ্রতা ও উত্তম চরিত্রের বিপরীত। এ দৃশ্য দেখে সঠিক ফিতরাত ও বিশুদ্ধ আকলের অধিকারী প্রত্যেক ব্যক্তির শরীর কেঁপে ওঠে। কারণ কিভাবে একজন ব্যক্তি মানুষের সামনে তার লজ্জাস্থানকে উন্মুক্ত করতে পারে, যেটাকে আড়ালে রাখার জন্য আল্লাহ তার দুই পায়ের মাঝখানে স্থাপন করেছেন, ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সকল বিবেকবান মানুষের কাছে যেটি ঢেকে রাখার বিষয় প্রতিষ্ঠিত।

মূলতঃ এ ধরনের নিকৃষ্ট ডিজাইনে টয়লেট নির্মাণ করাই ভুল, যেখানে টয়লেট ব্যবহারকারীরা প্রস্রাব করার সময় একে অন্যকে দেখতে পায়। এক্ষেত্রে তারা কিছু পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট; যে পশুরা প্রস্রাব ও পায়খানা করার সময় স্বভাবতঃ নিজেদেরকে আড়াল করে নেয়।

৭- মুসলিমদের কাছে শরয়ী শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হচ্ছে এই যে, তারা টয়লেটে প্রবেশ করা এবং বের হওয়ার সময়ে নির্দিষ্ট কিছু যিকির পড়বে যা তাদের স্থান ও অবস্থার সাথে উপযুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন আমাদের কেউ যেন টয়লেটে প্রবেশের প্রাক্কালে বলে: بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ "হে আল্লাহ! আমি পুরুষ জিন ও নারী জিন থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চাই"। এভাবে প্রত্যেক অপবিত্র বিষয় থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে, প্রত্যেক নর ও নারী শয়তান থেকে আশ্রয় চাইবে। আর বের হওয়ার সময় ক্ষমা প্রার্থনা করে সে বলবে: غُفْرَانَكَ (হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি)।

৮- প্রয়োজন সারার পর নাপাকি দূর করার বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়া। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জনে শিথিলিতার ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন: "অধিকাংশ কবরের আযাব হয়ে থাকে প্রস্রাবের (থেকে অসতর্কতার) কারণে।"[হাদীসটি ইবনে মাজাহ (৩৪২) বর্ণনা করেন এবং সহীহুল জামে' গ্রন্থে (১২০২) এটি রয়েছে]

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুটি কবরকে অতিক্রম করার সময় বলেন: "তারা দু'জন শাস্তি পাচ্ছে কিন্তু কোনো বড় কিছুর জন্য শাস্তি পাচ্ছে না। এই ব্যক্তি প্রস্রাব থেকে সুরক্ষা গ্রহণ করত না। আর এই ব্যক্তি চোগলখুরী করে বেড়াত।"[হাদীসটি ইমাম বুখারী (৫৫৯২) বর্ণনা করেন]

৯- তিনবার বা তদুর্ধ্ব বেজোড় সংখ্যায় নাপাকি ধৌত করা কিংবা মোছন করা। এটি নির্ধারিত হবে পবিত্রতার প্রয়োজন অনুপাতে। এর দলীল হচ্ছে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হাদীস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার তার পশ্চাৎদেশ ধৌত করতেন। ইবনে উমর বলেন: আমরাও এটা করেছি এবং এটাকে চিকিৎসা ও পবিত্রতা হিসেবে পেয়েছি।[হাদীসটি ইবনে মাজাহ (৩৫০) বর্ণনা করেন। এটি সহীহুল জামে (৪৯৯৩) গ্রন্থে হয়েছে]

এছাড়া আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু থকেে বর্ণতি, তনিি বলনে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: ‘তোমোদরে কউে ঢলিা ব্যবহার করলে সে যনে বজোড়ে সংখ্যক বার ঢলিা ব্যবহার কর।ে’[হাদীসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করনে এবং সহীহুল জামে‘ গ্রন্থে এটকিে হাসান বলে গণ্য করনে]

১০- সে যনে হাড়-গোড় ও গোবরকে ঢলিা হসিবে ব্যবহার না কর।ে বরং সে যনে টস্যিু, পাথর এবং অনুরূপ জনিসিগুলো ব্যবহার কর।ে এর দলীল আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে যা বর্ণতি হয়ছেে য,ে তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে অযুর জন্য ও টয়লটে সারার জন্য একটি পানরি পাত্র বহন করতনে। একবার তনিি যখন নবীজীকে অনুসরণ করছলিনে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে: ‘কে এটা?’ আমি বললাম: আমি আবু হুরাইরা। তনিি বললনে: ‘আমাকে কছিু পাথর দাও যটো দয়িে আমি পবত্রিতা অর্জন করব। আমাকে হাড়-গোড় কংিবা গোবর দওি না।’ আমি আমার কাপড়রে প্রান্তে করে কছিু পাথর বহন করে এনে তার পাশে রখেে চলে গলোম। তনিি প্রয়োজন পূরণ শষে করার পর তার কাছে গয়িে বললাম: ‘হাড়-গোড় ও গোবররে বষিয়টা কী?’ তনিি বললনে: ‘এগুলো জীনদরে খাদ্য।’[হাদীসটি বুখারী (৩৫৭১) বর্ণনা করনে]

১১- ব্যক্তি যনে বদ্ধ পানতিে প্রস্রাব না কর।ে কারণ জাবরে রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ্ধ পানতিে প্রস্রাব করতে নষিধে করছেনে।[হাদীসটি মুসলমি (৪২৩) বর্ণনা করনে] কনেনা এটি পানকিে নাপাক করে ফলেে এবং এই পানি ব্যবহারকারীকে কষ্ট দওেয়া হয়।

১২- মানুষরে চলার পথে কংিবা মানুষ ছায়া হসিবে বশি্রাম নয়ে এমন কোনো স্থানে প্রস্রাব করবে না। কারণ এতে করে তাদরেকে কষ্ট দওেয়া হয়। আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “তোমেরা দুই অভশিাপ বর্ষণকারী কাজ থকেে সাবধান থাকব।ে” সাহাবীরা প্রশ্ন করল: “দুই অভশিাপ বর্ষণকারী কাজ কী, হে আল্লাহর রাসূল?” তনিি বললনে: “যে ব্যক্তি মানুষরে চলার পথে কংিবা ছায়ার স্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করে (তার এই দুটি কাজ অভসিম্পাতরে কারণ)।”[হাদীসটি আবু দাউদ (২৩) বর্ণনা করনে এবং এটি সহীহুল জামে‘ গ্রন্থে (১১০) রয়ছেে]

১৩- যে ব্যক্তি প্রয়োজন সারছে তাকে সালাম না দওেয়া এবং প্রয়োজন সারার স্থানে কারো সালামরে জবাব না দওেয়া; যাতে করে অপবত্রি স্থানে আল্লাহর নাম উল্লখে করা না হয়। জাবরে ইবনে আব্দুল্লাহ বর্ণনা করনে: এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রস্রাবরত অবস্থায় অতক্রিম করলনে এবং তাকে সালাম দলিনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললনে: “তুমি যদি আমাকে এ অবস্থায় দখেতে পাও তাহলে সালাম দবিে না। কারণ তুমি যদি এমনটি করো আমি তোমার সালামরে জবাব দবি না।”[হাদীসটি ইবনে মাজাহ (৩৪৬) বর্ণনা করনে। এটি সহীহুল জামে‘ (৫৭৫) গ্রন্থে রয়ছেে]

অধকিাংশ আলমে প্রয়োজন ছাড়া প্রাকৃতকি প্রয়োজন সারার স্থানে কথা বলা অপছন্দ করনে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় এটি এমন একটি প্রসঙ্গে ইসলামী শরীয়তে বর্ণিত একগুচ্ছ শিষ্টাচার ও বিধি-বিধান উল্লেখ করা হলো যা মানুষের দ্বারা দৈনন্দিন বারংবার সংঘটিত হয়। তাই শরীয়ত এটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে এবং বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করেছে। তাহলে এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশনা কেমন হতে পারে? প্রিয় প্রশ্নকর্তা! আপনি কি এমন কোনো ধর্ম বা শরীয়ত (আইন) জানেন যা এ ধরনের কিছু নিয়ে এসেছে? বরং আল্লাহর কসম! এটিই এই শরীয়তের পূর্ণতা, উত্তমতা ও অনুসরণের আবশ্যকতা প্রমাণে যথেষ্ট।

আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য ও আপনার জন্য সকল কল্যাণের প্রতি তৌফিকের দোয়া করছি এবং সত্যের দিকে হেদায়াতপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করছি। আমাদের নবী মুহাম্মাদের উপর দুরূদ বর্ষিত হোক।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ